৮/৮/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ....

ভোরের কাগজ

ঢাবির উপাচার্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার॥ তীব্র প্রতিক্রিয়া

মামুন-অর-রশীদ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। হঠাৎ করেই গতকাল মঙ্গলবার পূর্বঘোষণা-আলোচনা ছাড়াই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আকস্মিক এই ঘটনাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিমাতাসুলভ আচরণ হিসাবে অভিহিত করেছে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মহল। গতকাল বেলা ১২টার দিকে উপাচার্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই এই ঘটনাকে 'ইলমোটিভ' হিসাবে অভিহিত করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক একে

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি'র উপাচার্যের (প্রথম পাতার পর)

আজাদ চৌধুরীর কাছে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন– "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আর কোন মন্তব্য করতে চাই না।" তবে উপাচার্যের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের নেপথ্যে বিশেষ কারণ রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিরাপত্তা সেলে নিয়োজিত ছিলেন এসবি'র এসআই র‍্যাঙ্কের দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা। তাঁরা সকাল-বিকাল দু'শিফটে দায়িত্ব পালন করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নিরাপত্তার জন্যও একই ব্যবস্থা ছিল। গতকাল মঙ্গলবার সকালে প্রক্টরের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এসআই প্রক্টরকে ফোন করে জানান, তাঁরা আর ক্যাম্পাসে আসছেন না। প্রক্টরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সকাল সাড়ে ১০টায় এই ফোন পাওয়ার পর উপাচার্যের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এসআইকে এই প্রত্যাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে তিনি জানান। পরক্ষণে উপাচার্যের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এই এসআই খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন– চারজনকে ডিসি হেডকোয়ার্টারে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান এই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে উপাচার্যের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের খবর ক্যাম্পাসের সর্বত্র বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। খবর শুনে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই গত ২২ দিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের বিষয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে ছাত্রশিক্ষকদের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদের কথা জানান। অনেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তিসহ নানা বিষয়ে মুখরোচক আলোচনা করেছেন এবং তির্যক বাক্য ছুড়ে দিয়েছেন। যে মুহূর্তে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম সংঘাতময় অবস্থা বিরাজ করছে সেই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়ায় গোটা ক্যাম্পাসে ধিক্কার ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে ছাত্র-শিক্ষকরা বিক্ষোভে মাঠে নমতে পারেন বলে আভাস পাওয়া গেছে।

কবে থেকে কেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিল

১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের সহঅবস্থান নিশ্চিত করতে গেলে সে সময়ে হলের নিয়ন্ত্রক ছাত্রদলের ক্যাডাররা উপাচার্যের গাড়িতে হামলা চালায়। এরপর থেকে উপাচার্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১০ মে তারিখ থেকে তৎকালীন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার আল মামুন উপাচার্য ও প্রক্টরের নিরাপত্তার জন্য চারজন এসবি'র এসআইকে এই দায়িত্ব দেন। ১৯৯৮ সালে সিন্ডিকেট এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত এসআইদের প্রত্যেককে মাসিক ১৮শ' টাকা যাতায়াত ভাড়া প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। গত পাঁচ বছর উপাচার্যের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সচল থাকায় কোন হলে যত রাতেই অঘটন ঘটুক তিনি সশরীরে ছুটি যেতেন। গত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন অপরাধে ৬৭ জনকে বহিষ্কার করেছিলেন। এরশাদ আমলে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান সাত ছাত্রকে বহিষ্কার করার কারণে নিউ মার্কেট গেটে তাঁকে বহিষ্কৃতরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ফেলেছিল। ১৫ দিন আগে ছাত্রদল ক্যাডাররা উপাচার্যের গাড়ি ভাংচুর করেছিল। এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উপরন্ত উপাচার্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট নিরাপত্তা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে যাতায়াত ভাতা পাস করার পর কোন আলোচনা ছাড়া এই প্রত্যাহারের ঘটনায় প্রকারান্তরে স্বায়ত্তশাসনে আঘাত করা হয়েছে কিনা সে প্রশ্নও উঠেছে।